দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 18 NOV 1988
পৃষ্ঠা 8 কলাম 4

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
L-3
095

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কয়েকজন কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

শাহেদ ফারুক বই পড়তে পছন্দ করেন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ শাহেদ ফারুক সিনহা ৯১০ নম্বর পেয়ে যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক মরহুম ফারুক লতিফ সিনহার পুত্র ফারুক সিনহা জানিয়েছেন, তিনি বই পড়তে ও গান করতে পছন্দ করেন।

শরনি জামান ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শরনি জামান (রোল-৭৯০৭৫ মানবিক) হলিক্রস কলেজ থেকে ৩টি লেটারসহ মোট ৮৪৮ নম্বর পেয়ে এবার ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয় হয়েছেন। শরনি এসএসসিতেও একই স্কুল থেকে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনে পড়াশুনা করবেন। শরনির পিতা জনাব শামসুজ্জামান খান বাংলা একাডেমীর পরিচালক এবং মা হেলেন জামান একজন গৃহিণী।

শরনির ভাল ফলাফলের পেছনে তার বাবা-মা দাদু এবং শিক্ষকের অবদান ছিল বেশী। তিনি প্রি-টেস্টের পর থেকে দৈনিক ১০/১২ ঘন্টা পড়াশুনা করতেন।

আবদুল হালিম

১-এর পৃষ্ঠার পর

সি পরীক্ষাতেও হালিম যশোর বোর্ড থেকে তৃতীয় হয়েছিলেন। পড়াশুনা করে বড় কিছু হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে তার পড়াশুনা চালাতে পারবে কি-না হালিম সন্ধিহান হয়ে পড়েছেন। হালিমের কথা কে নেবে তার পড়াশুনার দায়িত্ব? পরীক্ষার ৩ মাস আগে থেকেই ২০ নম্বর ওয়ারী স্ট্রীটে হালিমের সাথে পরিচয় হয় ঢাকার এডিশনাল চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মুজিদের অফিস পিয়ন জনাব আলী আহমদের সাথে। ঐ বাসাতেই বর্তমানে হালিম অবস্থান করছেন। পিয়ন আলী আহমদ মিসেস মুজিদকে রাজি করিয়ে ঐ বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য হালিম তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সাজেদা খানম গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে দ্বিতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাজেদা আকতার খানম গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সাজেদার রোল নম্বর ঢাকা ১০২১৫৪। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৭০২। তিনি এসএসসি পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

সাজেদা আকতার খানম পুষ্টি বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী। সাজেদার পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী এজিবি অফিসের একজন একাউন্টস অফিসার। তার ফলাফল আশানুরূপ হয়েছে বলে তিনি আমাদের প্রতিবেদককে জানান।

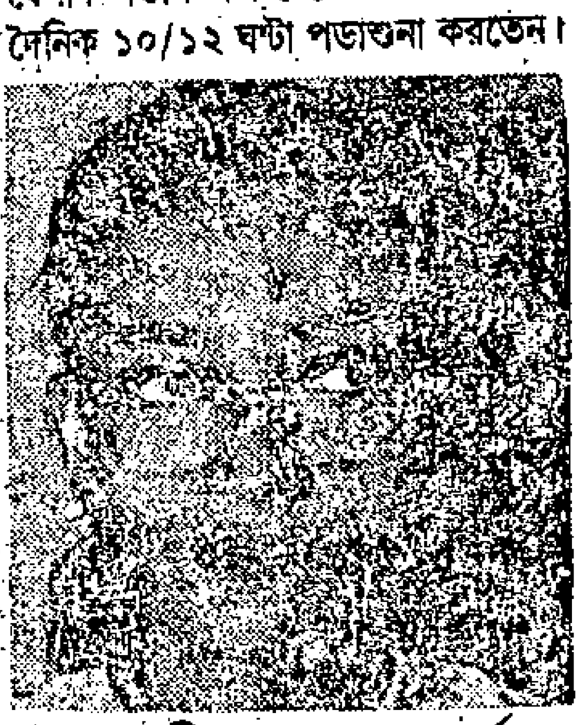

অপরাজিতা ঢাকা বোর্ডে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

অপরাজিতা আহাম্মেদ ভবিষ্যতে একজন চার্টার্ড একাউনটেন্ট হবে। অপরাজিতা (রোল ৯৫৮১৭) ইউনিভার্সিটি কলেজ ওমেন্স ফেডারেশন কলেজ থেকে মোট ৭৬৮ নম্বর পেয়ে এবার এইচ এস সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছেন। অপরাজিতা বাবা সিরাজুদ্দিন আহাম্মেদ ব্যবসায়ী এবং মা শাহানা বাণুর প্রথম সন্তান। ভাল ফলাফলের পেছনে শিক্ষকের অবদানই বেশী ছিল বলে অপরাজিতা জানান। তিনি দৈনিক ৪/৫ ঘন্টা পড়াশুনা করতেন। ভাল ফলাফলের জন্যে গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতার প্রশ্নে সাজেশন দেয়া এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতাই দায়ী বলে তিনি জানান। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার সঠিক মূল্যায়নের জন্যে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তিন অপরিহার্য বলে অপরাজিতার ধারণা।

খুরশিদা জাহান গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

খুরশিদা জাহান ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। খুরশিদা জাহানের রোল নম্বর ঢাকা ১০২০০৩। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৮। খুরশিদা'র ছোট বোন নিলুফার জাহান একই বিভাগ থেকে একই পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েছেন।

খুরশিদা জাহান এসএসসিতে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পুষ্টি বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। পিতা জনাব মোহাম্মদ খবির উদ্দিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর।

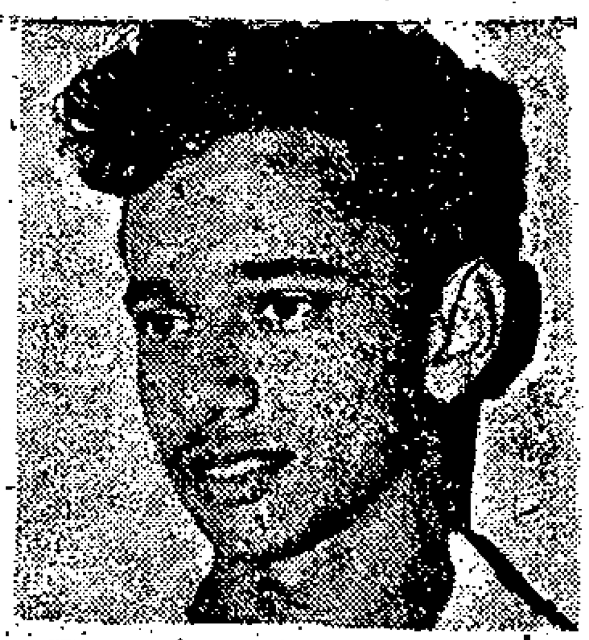

সুলতান মাহমুদ ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী সুলতান মাহমুদ সিদ্দীক ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছেন।

'৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। এবারের ফলাফল সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, যে ধরনের পরীক্ষা দিয়েছি তাতে তৃতীয় হওয়ার চেয়ে বেশী ভালো ফলাফল আশা করিনি। বলা যায়, ফল আশাপ্রদ। দেশের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টানো উচিত বলে তিনি মনে করেন।

তার বাবা জনাব বদরুল ইসলাম সিদ্দীক বিএডিসি'র ডিভিশনাল ম্যানেজার।

সুলক্ষ্মণা শ্যামা নাথ রাজশাহী বোর্ডে সম্মিলিত মেধায় তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

সুলক্ষ্মণা শ্যামা নাথ চলতি সালের এইচএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ড থেকে সম্মিলিত মেধায় তৃতীয় এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ৪ বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৯২১। শ্যামা প্রকৌশলী হতে চান। তার পিতামৃত ডঃ খিতিশ চন্দ্র নাথ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং মা বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষিকা। ছবি আঁকা শ্যামার অন্যতম শখ।

মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় জারিয়াতুল তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জারিয়াতুল কারিম চলতি বছর ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিজ্ঞান শাখায় হলিক্রস কলেজ থেকে মহিলাদের মধ্যে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

জারিয়াতুল কারিমের রোল নম্বর ঢাকা ৭৭৮। ৩টি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৮৯৭, যার শতকরা হার (চতুর্থ বিষয়ের অতিরিক্ত নম্বরসহ) ৮৯ দশমিক ৭ ভাগ। তিনি এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখা থেকে ৪টি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ডাক্তার হতে চান।

আবদুল হালিম ঢাকা বোর্ডে কলা শাখায় তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আবদুল হালিম এইচ, এস, সি পরীক্ষায় কলা বিভাগে ঢাকা বোর্ডে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ৪ বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৪১। এস, এস,

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন